

8291 - জ্যোতিষিদের কাছে আসা ও তাদেরকে বশির্ভাস করার হুকুম

প্রশ্ন

জ্যোতিষিদের কাছে আসা এবং তারা যা বলে তাতে বশির্ভাস করা কি জায়গে? ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যবে ব্যক্তি তাদের কাছে আসবে ও তাদেরকে বশির্ভাস করবে তাদের নামায কবুল হবে না— এটা কি সহিহ? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এবং আলমেগণ যা বলছেন সে বিষয়গুলো আমাদরেকে পরস্কার করে বলুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেকে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: সাফিয়্যা বনিতে আবু উবাইদ এর হাদিস, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনকৈ স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি কোন গণকরে কাছে এসে তাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না।”[সহিহ মুসলিম]

এবং ক্বাবসি বনি আল-মুখারকি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: **العيافة ، والطيرة ، والطرق من الجبت** (রখো অঙ্কন করে ভাল-মন্দ নরিণয় করা, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ ভাবা এবং পাখি তাড়িয়ে শুভ-অশুভ নরিণয় করা জাদুবদিয়া বা মূর্তিপূজা)[আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করছেন]

আবু দাউদ বলেন: **العيافة** হল: রখো অঙ্কন। **الطُّرُق** হল: তাড়ানো। অর্থাৎ পাখিকে তাড়ানো। আর তা হলো কোন পাখি উড়ে যাওয়াকে শুভ লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ ভাবা। যদি পাখি ডানদিকে উড়ে যায় তাহলে শুভ ভাবা হয়। আর যদি পাখি বাম দিকে উড়ে যায় তাহলে অশুভ ভাবা হয়।

জাওহারী বলেন: **الجبت** শব্দটি মূর্তি, জ্যোতিষী, যাদুকর ও জ্যোতিষিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি জ্যোতিষিদিয়ার কোন জ্ঞান গ্রহণ করল সে জাদুবদিয়ার একটা অংশ গ্রহণ করল। এটা যত বেশি গ্রহণ করবে ওটাত বশির্ভাস করা হবে।”[আবু দাউদ সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করছেন]



এবং মুয়াবিতা' বনি আল-হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি জাহলেয়াতকে সদ্য ত্যাগকারী (নও মুসলমি)। আল্লাহ্ (আমাদের জন্য) ইসলামকে নিয়ে এসেছেন। আমাদের মাঝে এমন কিছু মানুষ আছে যারা গণকদের কাছে আসে। তিনি বললেন: তাদের কাছে আসবে না। আমি বললাম: আমাদের মধ্যে কিছু লোক শাকুনবদিয়া (পাখি দিয়ে ভবষিযত বলা) চরচা করে। তিনি বললেন: এটি তাদের অন্তরে উদ্রকে হওয়া কিছু; তাদেরকে বিশ্বাস করবে না।”[সহি মুসলমি]

এবং আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন, জ্যোতিষি পাওনা থেকে নষিধে করছেন।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

এবং আয়শি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু মানুষ জ্যোতিষিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: তারা কিছুই নয়। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কখনও কখনও এমন কিছু বলে যা বাস্তবে ঘটে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সটে হিচ্ছে কোন একটা সত্য কথা যা কোন এক জ্বনি ছনিয়ে নিয়ে তার বন্ধুর কানে পৌঁছে দেয়। এরপর তারা এর সাথে একশটি মিথ্যা মশিরতি করে।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তার কথায় বিশ্বাস করে কিংবা কোন নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযলি হয়েছে তা থেকে মুক্ত।”[সুনানে আবু দাউদ]

আলমেগণ বলেন: এ বিষয়গুলো চরচা করা, এগুলোর শরণাপন্ন হওয়া, এদেরকে বিশ্বাস করা, এদের জন্য সম্পদ খরচ করা হারাম। কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিষয়ে ফতিনায় পড়ে যায় তাহলে তার উচিত অবলম্বনে তাওবা করা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।